১৭৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 AUG 1997
পৃঃ ৫ কলাম ২

৩ হাজার আসনে লক্ষাধিক প্রার্থী

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষা মওসুমে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৬টি অনুষদের ৩৭টি বিভাগের নির্ধারিত ৩১২৩টি আসনে ভর্তির জন্য এক লক্ষ ছাত্র–ছাত্রী আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এর অর্থ আসনের তুলনায় আবেদনের সংখ্যা ৩২ গুণ। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য ৩২ জন ছাত্র–ছাত্রীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যার এই আধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাও ১০ দিন ধরে চলবে।

একটি আসনের জন্য যদি ৩২ জন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় তাহলে এই অবস্থাকে সঙ্গীনই বলতে হবে। কিন্তু এই অবস্থা কেবলমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন ভর্তি সংকট চলছে। এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগেই। প্রতি বছরই দেশে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাড়ছে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হচ্ছে। কিন্তু যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের যোগ্যতা অর্জন করেছে তাদের সংখ্যাও বিপুল। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর স্থান–সংকুলানের অবস্থা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নেই।

এদিকে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে এবং প্রতি বছরই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই আর আসন সংখ্যা নতুন করে বাড়ানো সম্ভব নয়। এর ফলে প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ছাত্র–ছাত্রী সেখানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না এবং এতে পঠন–পাঠন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থান করতে হবে। সে সামর্থ্য আমাদের কতটুকু আছে তা ভেবে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের মতে, বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমাধান হচ্ছে আরও অধিকসংখ্যক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা। আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।